ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প:

ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মোহাম্মদ হোসেন, মো. রবিউল ইসলাম

১৬ এপ্রিল ২০১৫

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প: ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা সমন্বয়
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন রচনা
মোহাম্মদ হোসেন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. রবিউল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

পর্যালোচনা এবং পরামর্শ প্রদান
মু. জাকির হোসেন খান,
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ক্লাইমেট ফিন্যান্স গভর্নেন্স।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট অংশীজন, এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এই গবেষণার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প:
ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ*

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার ৭.৩% প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০' অনুসারে সরকার দেশের সব মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার জন্য স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, যেমন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) নির্মাণকে উৎসাহিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশীয় এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কয়লার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আটটি বড় আকারের ও ১০টি ছোট আকারের কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতে জাতীয় বরাদ্দ ক্রমেই বাড়ছে; চলমান অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য ১১,৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা মোট জাতীয় বাজেটের ৪.৬ শতাংশ। কয়লানির্ভর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে বাগেরহাট জেলার রামপালে প্রথম বৃহদাকার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের অগ্রগতির দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প। এখানে উল্লেখ্য, জাপান সরকার প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল থেকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য ঋণ প্রদান করেছে বলে জানা যায়।

সারণি ১: রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাধারণ তথ্য

বিবরণ	রামপাল	মাতারবাড়ি
উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	১৩২০	১৩২০
জমি অধিগ্রহণ (একর)	১৮৩৪	১৪১৪
বাজেট (প্রায়)	১৪,৫১০ কোটি টাকা	৩৬,০০০ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ	৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা	২৩৭ কোটি টাকা
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কো. লি.	সিপিজিসিবিএল
আর্থিক বিনিয়োগ	৩০% ভারত-বাংলাদেশ সমান অংশীদারিত্ব, ৭০% ঋণ	জাইকা (ঋণ), সিপিজিসিবিএল, বাংলাদেশ সরকার
প্রযুক্তি	সুপার-ক্রিটিক্যাল	আল্ট্রা-সুপার-ক্রিটিক্যাল
উৎপাদন শুরুর বৎসর	জুন ২০১৯	জুন ২০২১
ইআইএ সম্পাদন	সেন্টার ফর ইনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস	টোকিও ইলেক্ট্রিক সার্ভিসেস কো. লিমিটেড
স্থান	সাপমারি, রামপাল, বাগেরহাট	মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার

যে কোনো ধরনের অবকাঠামো স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে জমি অধিগ্রহণ একটি জটিল বিষয়। উপরোক্ত প্রকল্পগুলোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিপূরণ প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়টি সর্বাধিক মনোযোগ না পাওয়া নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। রামপাল প্রকল্পটি সুন্দরবনের নিকটবর্তী হওয়ায় পরিবেশের ঝুঁকির বিষয়ে এই প্রকল্পকে ঘিরে বিভিন্ন পক্ষ উদ্বেগ জানিয়ে আসছে। এসব প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার যথার্থতা নিয়েও পরিবেশবাদীদের আপত্তি আছে। এই পেক্ষাপটে রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া তথা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসন্ধানে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

* ২০১৫ সালের ১৬ এপ্রিল ঢাকায় টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত 'রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প: ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ অনুসন্ধান। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া ও জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ এবং এর প্রয়োগ পর্যালোচনা করা;
২. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা;
৩. জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন অনুসন্ধান করা; এবং
৪. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

উল্লেখ্য, গবেষণায় রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং জমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রেরণ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা যেখানে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, যেমন নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনের গাইডলাইন, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন, জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ। এই গবেষণা কার্যক্রম নভেম্বর ২০১৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১. রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার 'লাল' তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) করতে হয়। ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসারে তিনটি ধাপের মাধ্যমে ইআইএ সম্পাদন করা হয় - (১) স্ক্রিনিং (যাচাই-বাছাই), (২) প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, এবং (৩) পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা। ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের জন্য বিকল্প স্থান নির্বাচন, প্রকল্প কার্যাবলী, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই দুইটি প্রকল্পের জন্য সম্পাদিত ইআইএ'র সম্পাদন প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়।

২.১.১. ইআইএ সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সংঘাত

আন্তর্জাতিকভাবে ইআইএ নির্মোহভাবে সম্পাদনের নিয়ম থাকলেও রামপালে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ইআইএ আরেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান (সেন্টার ফর ইনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস - সিআইজিআইএস) এবং জাপানি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ অন্য আরেকটি জাপানি কোম্পানি (টোকিও ইলেক্ট্রিক সার্ভিসেস কো. লিমিটেড) কর্তৃক সম্পাদনের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকার সম্ভাবনা থাকায় এটি নিরপেক্ষতার মানদণ্ড অর্জন করতে পারে নি বলে তথ্যদাতারা মত প্রকাশ করেন।

২.১.২. পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মবহির্ভূত অনুমোদন

আইন অনুযায়ী শিল্প এলাকা বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা ছাড়া এ ধরনের প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়ার নিয়ম নেই। রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্বপক্ষে অবস্থান ছাড়পত্র দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। সুন্দরবন একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল (রিজার্ভ ফরেস্ট), যার আইনগত অভিভাবক (Legal Custodian) বন বিভাগ। কিন্তু এই প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বন বিভাগের মতামত গ্রহণ করে নি। অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পটি যে স্থানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেটিও শিল্প এলাকা, শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা নয়। মাতারবাড়ি এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৬,৬৬৭ জন মানুষের বসবাস।

২.১.৩. অবস্থান ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্ত ভঙ্গ

রামপাল প্রকল্পে প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই) প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অবস্থান ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল কতগুলো শর্তের ভিত্তিতে এবং এসব শর্তের যে কোনোটি ভঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে বলে

উল্লেখ করা হয়েছিল। রামপাল প্রকল্পে এসব শর্ত ভঙ্গ করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই মাটি ভরাট করাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করা হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।

২.১.৪. জনঅংশগ্রহণ যথাযথভাবে নিশ্চিত না করা

রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণে সিইজিআইএস-এর বিরুদ্ধে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে প্রকল্পের ইআইএ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর নিয়ম রক্ষার জন্য গণশুনানি করা হয়েছে, যেখানে পরিবেশবাদীসহ নানা পক্ষ এই প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরলেও সেগুলো অগ্রাহ্য করে ইআইএ চূড়ান্ত করা হয়। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা 'প্রকল্পের বিরোধিতা করলে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে' বলে হুমকি দেয়। এই হুমকি নিয়েই স্থানীয় জনগোষ্ঠী মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে, যেগুলো করা হয়েছে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে।

অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ সম্পাদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের 'টার্মস অব রেফারেন্সে' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শুনানি করার কথা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ের কোনো মতবিনিময়ের তথ্য ইআইএ প্রতিবেদনে পাওয়া যায় নি। ইআইএ-তে উল্লিখিত দুটি মতবিনিময় সভার একটিও প্রকল্প এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় নি। ইআইএ প্রতিবেদনে যে সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হয়েছে সেখানে সকল অংশগ্রহণকারীর মতামত অন্তর্ভুক্ত না করারও অভিযোগ রয়েছে। মতবিনিময় সভাগুলোতে প্রকল্পের বিষয়ে, বিশেষকরে প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়নি। সার্বিকভাবে দুটি প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের কারণে পরিবেশগত এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির বিষয়ে স্থানীয় জনগণ যে বিভিন্নভাবে এসব প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান প্রকাশ করেছে তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

২.১.৫. প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে পরিবেশ ও মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি বিবেচনায় না নেওয়া

রামপাল প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষায় বিকল্প স্থান হিসেবে খুলনার লবণচড়ার সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোকপাত করা হলেও কেবলমাত্র মংলা বন্দরের সাথে নৌ-যোগাযোগ ও প্রস্তাবিত খুলনা-মংলা রেল লাইনের তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনায় রামপালকেই চূড়ান্ত স্থান হিসেবে মনোনীত করা হয়। অন্যদিকে মাতারবাড়িকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত দুটি স্থানের (হোয়ানক ও মাতারবাড়ি) আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব একই ধরনের হলেও প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক কারণে মাতারবাড়িকে সুবিধাজনক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দুইটি ক্ষেত্রেই পরিবেশগত বা মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির চেয়ে প্রকল্পের খরচ এবং অন্যান্য সুবিধাকে প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.১.৬. পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে পরিবেশ দূষণ হওয়ার কারণে কোনো দেশেই সংরক্ষিত বনভূমি, জাতীয় উদ্যান ও জনবসতির বহিঃসীমা হতে ১৫-২৫ কিলোমিটারের মধ্যে এ ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় না। ভারতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুমোদন করা হয় না। কিন্তু রামপালের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুন্দরবনের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা থেকে ১৪ কিলোমিটার এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পটি সোনাদিয়া পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এবং দুটি প্রকল্পই জনবসতির কাছাকাছি।

২.১.৭. প্রকল্পের ছাই ব্যবস্থাপনায় এর দূষণ বিবেচনা না করা

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লক্ষ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে, যা ব্যবহৃত কয়লার ১৫%। উৎপাদিত ছাইয়ের পরিমাণ বছরে ৭,১১,৭৫০ মে. টন, যা দিয়ে প্রকল্পের মোট ১,৮৩৪ একর জমির মধ্যে ১,৪১৪ একর ভরাট করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে প্রকল্পে ২০% ছাই উৎপন্ন হবে। প্রকল্পে ১৮৩ একর জায়গা জুড়ে ছাইয়ের পুকুর তৈরি করা হবে। তথ্যদাতাদের মতে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে উড়ন্ত ছাই পরিবেশের দূষণ ঘটাবে যা ইআইএ প্রতিবেদনে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় নি। এছাড়া সাইক্লোন এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় পুকুরে জমা বর্জ্য ছাইয়ের বিষাক্ত ভারি ধাতু নিশ্চিতভাবেই বৃষ্টির পানির সাথে মিশে ও চুঁইয়ে প্রকল্প এলাকার মাটি ও মাটির নিচের পানির স্তরকে দূষিত করবে যার প্রভাব শুধু প্রকল্প এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

২.১.৮. সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে কয়লা পরিবহণের ফলে সৃষ্ট দূষণ বিবেচনা না করা

ইআইএ অনুযায়ী রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বছরে ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টন কয়লা সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে পরিবহণের ফলে সুন্দরবন ও এই বনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর কী ক্ষতি হবে সমীক্ষায় বলা হয় নি। রাতে জাহাজ চলাচল এবং মালামালা খালাসের ফলে সৃষ্ট শব্দ ও আলোর দূষণে সুন্দরবনে যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে তা-ও ইআইএ প্রতিবেদনে বিবেচনায় রাখা হয়নি।

২.১.৯. পানি প্রত্যাহার এবং পুনঃনির্গমনের প্রভাব মূল্যায়ন না করা

রামপালে প্রকল্প পরিচালনাসহ অন্যান্য কাজে পশুর নদী থেকে ঘন্টায় ৯,১৫০ ঘনমিটার পানি সংগ্রহ করা হবে যেটিকে নদীর মোট পানি প্রবাহের ১% এরও কম বলে দেখানো হয়েছে। পরিশোধন করার পর পানি পশুর নদীতে ঘন্টায় ৫,১৫০ ঘনমিটার

হারে নির্গমন করা হবে। ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে পশুর নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং পুনরায় তা নদীতে ফেরত দেওয়ার ফলে পশুর নদীর পানি প্রবাহের ওপর কী প্রভাব ফেলবে তার গভীর পর্যালোচনা ছাড়া শুধু "নদীর হাইড্রোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন নাও হতে পারে" বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, প্রত্যাহার করা পানির পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম দেখানোর জন্য পানি প্রবাহের যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা সাম্প্রতিক সময়ের নয় (২০০৫ সালের তথ্য)। বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পানি নির্গমনের কারণে 'শূন্য নির্গমন' বা 'জিরো ডিসচার্জ' নীতি অবলম্বন করার কথা থাকলেও রামপাল কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় নি। তথ্যদাতাদের মতে পরিশোধন করা হলেও পানির তাপমাত্রা, পানি নির্গমনের গতি, দ্রবীভূত নানা উপাদান পশুর নদী, সমগ্র সুন্দরবন তথা বঙ্গোপসাগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

২.১.১০. বাস্তবায়ন অযোগ্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা

উভয় ইআইএ প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ প্রকল্পে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। এই কারণে প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ নেই। গবেষণার সময়কালে প্রকল্পগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাউকেই কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয় নি।

২.১.১১. পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপন না করা, তথ্য গোপন করা ও ভুল তথ্য দেওয়া

ইআইএ প্রতিবেদনে উভয় প্রকল্পের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে আসে নি। এছাড়া নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হয় নি, তথ্য গোপন করা হয়েছে বা ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে।

ক. বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তথ্য গোপন: ২০১০ সালের প্রজ্ঞাপনমূলে সরকার সুন্দরবনের পূর্ব বন বিভাগের আওতাধীন পশুর নদীকে 'বিরল প্রজাতির গাঙ্গেয় ডলফিন ও ইরাবতী ডলফিন' সংরক্ষণের স্বার্থে 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা করে। কিন্তু রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন করা হয়েছে এবং পশুর নদী ও সুন্দরবনের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে কোনো আলোকপাত করা হয় নি। ইআইএ প্রতিবেদনে বায়ু প্রবাহের বিষয়েও বিভ্রান্তির তথ্য দেওয়া হয়েছে। উভয় প্রকল্পের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উঠে আসে নি। এছাড়া প্রকল্প থেকে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গমন হবে তার ফলে সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা হয় নি। রামপালের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকায় কোন কোন ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তার কোনো তালিকা দেওয়া হয় নি। প্রকল্পের ফলে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবে কি না, তাও উল্লেখ করা হয় নি।

খ. ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজার বা এফজিডি (FGD) ব্যবহারে অস্পষ্টতা: রামপালের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কয়লায় সালফারের পরিমাণ ০.৬% এর চেয়ে বেশি হলে এফজিডি ব্যবহার করা হবে। অথচ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি স্থাপনের খরচ দেখানো হয়েছে, সেখানে এফজিডির কথা উল্লেখ করা হয় নি। ফলে আদৌ এই প্রকল্পে এফজিডি ব্যবহার করা হবে কিনা সেটি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। তথ্যদাতাদের মতে, খরচের বিবেচনায় প্রকল্পগুলোতে এফজিডি ব্যবহার না করার সম্ভাবনা বেশি।

গ. সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিরাপদ মাত্রা দেখানো

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী (তফসিল ২) সংবেদনশীল এলাকায় সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে সর্বোচ্চ ৩০ মা.গ্রা/ঘ.মি. এবং আবাসিক এলাকায় ৮০ মা.গ্রা/ঘ.মি.। তথ্যদাতাদের মতে, রামপালের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের ফলে নির্গত গ্যাসের পরিমাণ বিভিন্ন কৌশলে বিধিমালার নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে দেখানো হয়েছে। যেমন:

১. সুন্দরবন এলাকাকে 'আবাসিক' ও 'গ্রাম্য' এলাকা হিসেবে দেখানো: সংশোধনের পূর্বের ইআইএ প্রতিবেদনে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের ২৪ ঘন্টার ঘনত্ব সুন্দরবন এলাকায় যথাক্রমে ৫৩.৪ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার ও ৫১.২ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার দেখানো হয় যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে সুন্দরবনের মতো স্পর্শকাতর এলাকার মানদণ্ডের চেয়ে (৩০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার) অনেক বেশি। সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের এই মাত্রা নিরাপদ সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য আগের ইআইএ প্রতিবেদনে সুন্দরবনকে 'আবাসিক' ও 'গ্রাম্য এলাকা' হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

২. সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের নির্গমনের পরিমাণ দৈনিক হিসাবের পরিবর্তে বার্ষিক হিসাবে দেখানো: রামপালের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনে সালফার অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের নির্গমনের ২৪ ঘণ্টার মাত্রা দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ৫৮.৪৩ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার ও ৪৭.২ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার যা ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী নিরাপদ সীমার মধ্যে পড়ে না (৩০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার)। প্রতিবেদনে সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের নির্গমনের পরিমাণ নিরাপদ সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য দৈনিক হিসাবে দেখানোর পরিবর্তে বার্ষিক হিসাবে

দেখানো হয় যা যথাক্রমে ১৯.৩৬ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার ও ২৩.৯ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার। অথচ এর আগের ইআইএ প্রতিবেদনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার স্ট্যান্ডার্ডকে ২৪ ঘণ্টার গড় হিসাবে দেখানো হয়েছিল।
মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ'তে প্রকল্পের ফলে সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণের ক্ষেত্রে কেবল সালফার-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ৮২০ মাইক্রোগ্রাম/ এনএম^3 এবং নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ ৪৬০ মাইক্রোগ্রাম/ এনএম^3 এর নিচে রাখা হবে বলা হলেও এসব গ্যাসের নিঃসরণের পরিমাণ কত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

৩. সালফার, নাইট্রোজেন নিঃসরণ প্রতি সেকেন্ডে দেখানো: রামপাল প্রকল্পে সালফার নিঃসরণের পরিমাণ একটা ইউনিট থেকে প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ৮১৯ গ্রাম সালফার-ডাই-অক্সাইড ডিসচার্জ করবে বলে দেখানো হয়েছে। এভাবে প্রতি ইউনিট/সেকেন্ড হিসেবে দেখিয়ে পরিমাণটাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত হিসাব হল দুইটি ইউনিট থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৮১৯ গ্রাম সালফার-ডাই-অক্সাইড ডিসচার্জ করা হলে ২৪ ঘন্টায় তার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪২ মে. টন, এক মাসে ৪,২৬০ মে. টন এবং এক বছরে ৫১,৪৩০ মে. টন, যা একটি বিশাল পরিমাণ। এভাবে প্রত্যেকটি বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের হার কম দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

২.২. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া

সুন্দরবনের কাছে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিরোধিতা করে সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন মানববন্ধন, প্রবন্ধ লেখা, স্মারকলিপি দাখিল, আদালতে রিট আবেদন দাখিল করেছে। সুন্দরবনের কাছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইতোমধ্যে রামসার কর্তৃপক্ষ এবং ইউনেস্কো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এই প্রকল্প নির্মাণের অংশীদার হওয়ার কারনে নরওয়ের এথিক্যাল গ্রুপ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে নরওয়েজিয়ান সরকারকে তাদের Government Pension Fund Global (GPFG) থেকে এনটিপিসি'র অন্তর্ভুক্তি বাতিল করার জন্য সুপারিশ করেছে। প্রকল্পগুলো নির্মাণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল দাবির যৌক্তিকতাকে দুর্বল করেছে বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতারা। এছাড়া তথ্যদাতারা রামপাল প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার চুক্তিটিকে জাতীয় স্বার্থ-বিরুদ্ধ বলে মনে করেন। দুটি প্রকল্পেরই ব্যয়-লাভের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ঝুঁকির দিকটি বিবেচনায় রাখা হয় নি বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। অন্যদিকে সুন্দরবনের কারণে রামপালের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গণমাধ্যমে প্রচার পেলেও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই তেমন কিছু জানেন না বলে উল্লেখ করেন। তথ্যদাতাদের মতে মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকাটির পাশে সুন্দরবনের মত কোনো স্পর্শকাতর ইস্যু না থাকার কারণে পরিবেশবাদীরা এই প্রকল্প নিয়ে মনোযোগী নয়।

২.৩ ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.৩.১ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

২.৩.১.১ বাংলাদেশ সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের দুর্বলতা

বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এ জমি অধিগ্রহণের ফলে জমির মালিক ছাড়া ঐ জমির ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল মানুষের ক্ষতিপূরণের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে অধিগ্রহণকৃত জমির ওপর নির্ভরশীল স্বত্বাধিকারহীন মানুষের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি আইনগতভাবে স্বীকৃতি পায় নি, যা আন্তর্জাতিক অধিগ্রহণ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক।

২.৩.১.২ বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কারণে জনগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

সরকারি নীতিমালা অনুসারে বিগত ১২ মাসের গড় বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণ করার ফলে জমির মালিকরা প্রকৃত বাজারমূল্য থেকে কম ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে। সাধারণত মানুষ জমি ক্রয়-বিক্রয় করার সময় সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি কম দেওয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখায়। এই কারণে সরকার বিগত ১২ মাসের গড় বিক্রয়মূল্য বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করায় প্রকৃত বাজারমূল্যের চেয়ে ক্ষতিপূরণ মূল্য কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২: জমির প্রকৃত বিক্রয়মূল্য এবং ক্ষতিপূরণ মূল্য

মৌজা	জমির ধরন	ক্ষতিপূরণ মূল্য (৫০% প্রিমিয়ামসহ)	প্রকৃত বাজার মূল্য
ধলঘাটা (৪০ শতাংশ)	লবণ	২.৫ লাখ টাকা	৫-৬ লাখ টাকা
	নাল/কৃষি	৩.৫ লাখ টাকা	১২ লাখ টাকা
মাতারবাড়ি (৪০ শতাংশ)	লবণ	৪.৫ লাখ টাকা	৫-৬ লাখ টাকা
	নাল/কৃষি	১০-১২ লাখ টাকা	১২ লাখ টাকা
রামপাল (১০০ শতাংশ)	কৃষি/চিংড়ি	২ লাখ ৭০ হাজার টাকা	৫-৬ লাখ টাকা

২.৩.১.৩ ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া

ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে ফাইল প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে বিভিন্ন রকম জটিলতায় পড়তে হয়। এছাড়া যথাযথ ফাইল প্রস্তুত করে জমা দেওয়ার পর ক্ষতিপূরণ পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

২.৩.২ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.৩.২.১ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা

দুটি প্রকল্পেই ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয় নি। প্রকল্পের শুরুতে সাধারণ মানুষকে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে কোনো কিছু জানানো হয় নি। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি তারা প্রথম জানতে পারে ৩ ধারার নোটিশ আসার পর। মাতারবাড়ি প্রকল্পের মতবিনিময় সভাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। যে কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিল সভার কার্যবিবরণীতে তাদের মতামত উঠে আসে নি। অন্যদিকে রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের সাথে সর্বমোট ১০টি মতবিনিময় সভার কথা বলা হলেও এই সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারী মানুষ প্রকল্পের বিরোধিতা না করার ব্যাপারে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার হুমকির মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল।

উপরন্তু দেখা যায়, দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই প্রকল্পের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করাসহ বিভিন্ন প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রদান করেছে। যারা রামপাল প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রকল্পের বিরোধিতার জন্য মামলা না দিলেও অন্যান্য ইস্যুতে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। বর্তমানে অনেকে পুলিশের ভয়ে পলাতক জীবন যাপন করছে। এছাড়া অনেককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করার তথ্যও পাওয়া গেছে।

২.৩.২.২ জনগণের আপত্তি নিষ্পত্তি না করা

প্রকল্প দুটির শুরু থেকেই স্থানীয় জনগণ তাদের জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে আসছে। ৩ ধারা নোটিশ জারির পর বিভিন্ন উপায়ে স্থানীয় জনগণ তাদের আপত্তি জানায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জনগণের এসব আপত্তি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে নি।

২.৩.২.৩ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করেই জমি অধিগ্রহণ

দুটি প্রকল্পেই স্থান চূড়ান্তকরণ ও জমি অধিগ্রহণের পর পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে রামপাল প্রকল্পের সাইট ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পূর্বেই ভূমি অধিগ্রহণ এবং বিনিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ সম্পাদনের জন্য 'টার্মস অফ রেফারেন্স' এর অনুমোদনের পাঁচদিনের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। অন্যদিকে ইআইএ সম্পাদনে প্রথম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 'টার্মস অফ রেফারেন্স' অনুমোদনের আগেই। তথ্যদাতাদের মতে প্রকল্পগুলো এসব এলাকায় স্থাপন করা হবে এটা ধরে নিয়েই বাকি কার্যাবলী নিয়ম রক্ষার্থে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৩.২.৪ ক্ষতিপূরণ পরিশোধের পূর্বেই জমির দখল গ্রহণ

দুটি প্রকল্পেই জনগণের মাঝে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৬ ধারা ও ৭ ধারা নোটিশ না দিয়েই জমি ও ঘের মালিকদের জমি ও ঘের থেকে উচ্ছেদ করে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে ঐ জমি বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং পুলিশ ব্যবহার করে জনগণকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

২.৩.২.৫ রিট আবেদনের নিষ্পত্তি ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু

কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দুটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে একাধিক রিট আবেদন করা হয়েছে। প্রাথমিক শুনানি শেষে 'কেন কয়লা প্রকল্পটি বাতিল হবে না' এই মর্মে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বরাবর একটি রুল জারি করে হাইকোর্ট। কিন্তু রুল এবং দায়ের করা এইসব রিটের নিষ্পত্তি না করেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

২.৩.২.৬ আরবিট্রেশন সংক্রান্ত হয়রানি

কোনো ক্ষতিপূরণের ফাইলের বিপরীতে আরবিট্রেশন থাকলে সেটা সমাধানের জন্য আইনজীবী নিয়োগ, নির্ধারিত তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট না বসার ফলে বারবার তারিখ বদলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের হয়রানির শিকার হতে হয়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা থাকলে ক্ষতিপূরণের ফাইলে হয়রানিমূলক আরবিট্রেশন দেওয়া হয়। এছাড়া ডিসি অফিসের কিছু কর্মচারী অনেক ক্ষতিপূরণ ফাইলে প্রতারণামূলক আরবিট্রেশন দিয়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দাবি করে, যা দিলে ক্ষতিপূরণের ফাইল থেকে আরবিট্রেশনের আবেদন সরিয়ে ফেলা হয়।

২.৩.২.৭ মাতারবাড়ি প্রকল্পে চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে দুর্নীতি

প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশে চিংড়ি ঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। চিংড়ি ঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি শতাংশ পরিমাণ জমিতে ১ কেজি চিংড়ি উৎপাদন হবে ধরে নিয়ে এবং এই ১ কেজি চিংড়ির মূল্য ৮০০ টাকা হিসেবে (১৩৩৫ একর X ২৮৮.৬৫ কেজি একর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন X ৮০০ টাকা প্রতি কেজি = ৩০,৮২,৮৮,৮৮০ টাকা)। এছাড়া সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলেও বাস্তবে সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষ হয় না। এভাবে প্রশাসনের যোগসাজশে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে ব্যাপক সুবিধা অর্জন করেছে।

২.৩.২.৮ তথ্য প্রকাশ না করা

প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের পক্ষ থেকে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জনগণকে জানানোর কোনো উদ্যোগ ছিল না। প্রকল্পের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার উৎস সম্পর্কেও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী কিছু জানে না।

২.৩.২.৯ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের টাকা বিতরণ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি

উভয় প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে প্রক্রিয়া তার প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিয়ম-বহির্ভূত টাকা দিতে হয় বলে দেখা গেছে। তথ্যদাতাদের মতে দুটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অনিয়মের শিকার হয়। প্রথমত, বিভিন্ন সনদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে, এবং দ্বিতীয়ত জেলা পরিষদের ভূমি-অধিগ্রহণ শাখায়। নিম্নে সার্বিকভাবে বিভিন্ন স্তরে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত টাকা আদায়ের চিত্র দেখানো হল (সারণি ৩)।

সারণি ৩: ক্ষতিপূরণের টাকা বিতরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে প্রদত্ত নিয়মবহির্ভূত টাকা আদায়ের পরিমাণ/ হার

পর্যায়	কার্যাবলী	ঘুষের পরিমাণ	
		মাতারবাড়ি	রামপাল
ইউনিয়ন পরিষদ	১. ৭ ধারার নোটিশ	২০০-৩০০	সরকারি ফি-এর অতিরিক্ত টাকা লাগেনি
	২. ওয়ারিশ সনদ	১২০	
	৩. জন্ম সনদ	১২০	
	৪. খাজনা আদায়	৪৬০ কানি প্রতি	
	৫. ক্ষমতাপত্র (নাদাবি পত্র)	১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণে ৫০০০*	
জেলা ভূমি অধিগ্রহণ অফিস	৬. ফাইল জমা দান	১০০-৫০০	সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি চুক্তির আওতায় ক্ষতিপূরণের টাকার ৩% - ১০%
	৭. সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন**	৫০০-৩০০০	
	৮. কানুনগোর প্রতিবেদন**	৫০০-৩০০০	
	৯. মিস কেসের তারিখ নেওয়া (যদি থাকে)	১০০-২০০	
	১০. চেকে এডভাইস	ক্ষতিপূরণের টাকার ১০%	
	১১. চেকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর	২০০০-৭০০০	

* প্রায় ৫% মানুষ এই টাকার বিনিময়ে এই নাদাবিপত্র নিয়েছে।

**মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন কোন ফাইল একাধিকবার সার্ভেয়ার ও কানুনগোর প্রতিবেদনের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং প্রতিবারই টাকা দিতে হয়েছে। মিস কেসের তারিখে সালিশ না বসলে পুনরায় তারিখ নিতে আবারও টাকা দিতে হয়।

কেস: চিংড়ি চাষিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতি

গবেষণায় দেখা যায় প্রকল্প এলাকায় ১০টি চিংড়ি ঘেরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এই ১০টি ঘেরের স্থানে ২৫টি ঘের এবং ১১৪ ব্যক্তিকে মালিক দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের প্রায় ২৩ কোটি টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। এই দুর্নীতিতে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সিপিজিসিবিএলের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশ থাকার তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষতিপূরণের তালিকায় যাদের নাম আছে তার অধিকাংশই চিংড়ি ঘেরের প্রকৃত অংশীদার নয়। আবার সবগুলো ঘের চিংড়ির চাষের ক্ষতিপূরণ পেলেও সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষ হয় না। প্রশাসন এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সমন্বিত যোগসাজশে এই দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে বলে তথ্যদাতারা মনে করেন।

২.৪ ভূমি অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব

ক. ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারের বাস্তুচ্যুতি: মাতারবাড়ি এবং রামপাল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে কয়েক শত পরিবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অধিকৃত জমিগুলো এলাকার পার্শ্ববর্তী মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন।

প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ করা হলে পরিবারগুলো তাদের আয়-উপার্জনের অবলম্বন হারাবে, ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যাবে।

খ. দারিদ্র্য বৃদ্ধি: ভূমি অধিগ্রহণের ফলে একদিকে ঐ ভূমির ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল বিভিন্ন সম্পূরক পেশায় নিয়োজিত মানুষের আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে পড়ছে, এবং অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণে মোট ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. প্রকল্পবিরোধী গণরোষ সৃষ্টি: ভূমি থেকে উচ্ছেদ, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়াগত জটিলতা, ক্ষতিপূরণ আদায়ে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসংবেদনশীল আচরণ, প্রকল্প বিরোধিতাকারীদেরকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হুমকি, এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতনের ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রকল্পবিরোধী গণরোষ সৃষ্টি হচ্ছে। তথ্যদাতাদের মতে এই গণরোষ দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পগুলোর জন্য স্থায়ী ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে।

৩. সুপারিশ

ক. রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্প সংক্রান্ত

১. রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যায়ন সাপেক্ষে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।
২. মাতারবাড়ি ও রামপাল প্রকল্প সংক্রান্ত আদালতে দাখিলকৃত রিট আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
৩. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে মূল্য নির্ধারণ উপদেষ্টা পর্ষদ ও পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের মাধ্যমে রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।
৪. নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপ পূর্বক এ দুটি প্রকল্পের সকল ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (জমির মালিক ও ইজারাদারদের পাশাপাশি জমির ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল) তালিকা প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণসহ বিস্তারিত জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে।
৫. ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পাওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে অভিযোগ জানানো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. ভবিষ্যতে বাস্তবায়নাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত

৮. পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:
   - স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান/ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পন্ন করা।
   - পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ।
৯. স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল আইন ১৯৮২ সংস্কার করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:
   ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ন্যূনতম পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন।
   খ. ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ/ মতামত গ্রহণের বিধান রাখা।
   গ. জমির স্বত্বাধিকারী এবং স্বত্বাধিকারহীন উভয় ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের আওতায় নিয়ে আসা।
১০. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আলাদা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।
১১. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্পাদিত অংশীদারিত্ব এবং ঋণ চুক্তি জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে।
১২. প্রকল্প থেকে পাওয়া লভ্যাংশের একটা অংশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে এবং প্রকল্পের লভ্যাংশ থেকে ভূমি হারানো ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. সার্বিক

১৩. সার্বিকভাবে বলা যায়, পরিবেশের দূষণ বিবেচনা করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে। বিকল্প হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুতের মত নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

****